[redacted]

[redacted]

মেহেরপুরে জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে বিএনপির সমাবেশ ও র্যালি

ঐতিহাসিক ৭ নভেম্বর জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে মেহেরপুরে সমাবেশ ও র্যালি করেছে জেলা বিএনপি।

শনিবার (৭ নভেম্বর) বিকেলে শহরের শহীদ শামসুজ্জোহা পার্কে জেলা বিএনপির উদ্যোগে এ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশ শেষে সেখান থেকে একটি র্যালি বের করা হয়। র্যালিটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে বড়বাজারে গিয়ে শেষ হয়।

র্যালিতে নেতৃত্ব দেন জেলা পরিষদের প্রশাসক ও জেলা বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন এবং জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান।

সমাবেশে জেলা বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন বলেন, ৭ নভেম্বর বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন। এ দিনের ঐতিহাসিক তাৎপর্য নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরতে হবে। দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও গণতন্ত্র রক্ষায় সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং মানুষের প্রত্যাশা পূরণে বিএনপির নেতাকর্মীদের দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে।

জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান বলেন, জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস আমাদের ঐক্য ও সংহতির শিক্ষা দেয়। গণতন্ত্র ও মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে।

এ সময় জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ওমর ফারুক লিটন, মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল ইসলাম, পৌর বিএনপির সভাপতি আব্দুল লতিফ বিশ্বাস, সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ফয়েজ মোহাম্মদ, জেলা জাসাসের সদস্যসচিব এ বাকাবিল্লাহ, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক আজমল হাসান মিন্টু, প্রবীণ নেতা আলমগীর খান ছাতু ও হাফিজুর রহমান হাফিসহ বিএনপি এবং অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

হাসানের উদ্যোগে আয়োজিত এ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাহিদুল ইসলাম, পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট এহান উদ্দিন মনা, বড় বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক আলাল বিশ্বাস, বিএনপি নেতা নাহিদ এনামুলসহ বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা।

এ সময় অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান বলেন, ৭ নভেম্বর বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ দিন। এ দিবস জাতীয় ঐক্য, সংহতি ও দেশপ্রেমের চেতনায় উজ্জীবিত হওয়ার প্রেরণা জোগায়।

দিবসটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরা এবং যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপনের লক্ষ্যে এ প্রচারণা চালানো হচ্ছে। তিনি দিবসটি সফল করতে দলীয় নেতাকর্মীসহ সর্বস্তরের মানুষের সহযোগিতা কামনা করেন।

উল্লেখ্য, আগামী ৭ নভেম্বর ঐতিহাসিক বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে মেহেরপুর জেলা বিএনপির পক্ষ থেকে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

৭ নভেম্বর জাতীয় সংহতি দিবস উপলক্ষে মেহেরপুরে বিএনপির আলোচনা সভা

৭ নভেম্বর জাতীয় সংহতি দিবস উপলক্ষে মেহেরপুর সদর উপজেলা ও পৌর বিএনপির আয়োজনে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার (৩ নভেম্বর) রাতে মেহেরপুর জেলা বিএনপির কার্যালয়ে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি অধ্যাপক ফয়েজ মোহাম্মদের সভাপতিত্বে সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন জেলা বিএনপির সভাপতি ও জেলা পরিষদের প্রশাসক জাভেদ মাসুদ মিল্টন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক

অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান, আলমগীর খান ছাতু ও হাফিজুর রহমান হাপি।

পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট এহান উদ্দিন মনার সঞ্চালনায় সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ওমর ফারুক লিটন, সদর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাহিদুল ইসলাম, পৌর বিএনপির সভাপতি আব্দুল লতিফ বিশ্বাস, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক আজমল হোসেন মোল্লা মিন্টু এবং জেলা জাসাসের সদস্যসচিব এ বাকা বিল্লাহসহ বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা।

সভায় ৭ নভেম্বর জাতীয় সংহতি দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরা হয় এবং দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদায় পালনের বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

ছাত্রদল নেতা সানিসহ ৬ জন আসামি, তদন্তের নির্দেশ

জামায়াতে ইসলামীর সংবাদ সম্মেলনে চাঁদাবাজির অভিযোগ তোলার তিন দিনের মাথায় এবার মেহেরপুর আদালতে চাঁদাবাজি, অপহরণ ও নির্যাতনের অভিযোগে মামলা দায়ের করেছেন এক ব্যবসায়ী। মামলায় জেলা ছাত্রদলের সাবেক সহসভাপতি নাহিদ মাহবুব সানি, যুবদলের পাঁচ নেতাসহ ছয়জনকে আসামি করা হয়েছে।

ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের কাছে দুই লাখ টাকা চাঁদা দাবি, দুই দফায় ৩০ হাজার টাকা আদায় এবং বাকি টাকা না দেওয়ায় আটকে রেখে নির্যাতনের অভিযোগ করেছেন বাদী।

আজ মঙ্গলবার দুপুরে মেহেরপুরের বিজ্ঞ আমলি আদালতে মামলাটি দায়ের করেন মেহেরপুরের চাঁদপুর গ্রামের রফিকুল ইসলামের ছেলে তারিকুল ইসলাম (২৮)।

এজাহারে বলা হয়েছে, বাদী চাঁদপুর ট্রান্সপোর্ট নামে সবজি লোডিংয়ের ব্যবসা পরিচালনা করেন। আসামিরা দীর্ঘদিন ধরে তাঁর কাছে

দুই লাখ টাকা চাঁদা দাবি করে আসছিলেন। চাঁদা দিতে অস্বীকৃতি জানালে তাঁর ট্রাক আটকে দেওয়া হয়। একপর্যায়ে বাধ্য হয়ে দুই দফায় ৩০ হাজার টাকা দেন তিনি। এরপরও বাকি এক লাখ ৭০ হাজার টাকা আদায়ের জন্য তাঁকে বিভিন্ন সময় হুমকি দেওয়া হয়।

এজাহারে আরও অভিযোগ করা হয়েছে, গত ২৭ অক্টোবর দুপুর ১২টার দিকে মেহেরপুর শহরের বিএডিসি অফিসের সামনে গেলে আসামিরা তাঁকে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে একটি চায়ের দোকানের ভেতরের কক্ষে নিয়ে যান। সেখানে বাকি চাঁদার টাকা দাবি করা হয়। টাকা দিতে অস্বীকৃতি জানালে জিআই পাইপ ও লোহার রড দিয়ে তাঁকে মারধর করা হয়। এ সময় অন্য আসামিরাও কিল-ঘুষি ও লাথি মেরে শরীরের বিভিন্ন স্থানে জখম করেন বলে অভিযোগ করা হয়েছে।

এজাহারে আরও উল্লেখ করা হয়, প্রায় পাঁচ ঘণ্টা নির্যাতনের পর বাদী জ্ঞান হারিয়ে ফেললে তাঁকে দোকানের পাশে ফেলে রেখে চলে যান অভিযুক্তরা। পরে এক পথচারী তাঁকে উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করেন। ২৭ থেকে ২৮ অক্টোবর পর্যন্ত হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন তিনি। এ সময় মামলা না করার জন্য হুমকি দেওয়া হয়েছে বলেও অভিযোগ করেছেন বাদী।

মামলায় নাহিদ মাহবুব সানি ছাড়াও মিঠুন আলী, শাকিল, রবি, তারিক ও শফি নামে ছয়জনকে আসামি করা হয়েছে। মামলার সিআর নম্বর ১৩০৪/২৬। তাঁদের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ৩২৩, ৩২৪, ৩২৫, ৩২৬, ৩৬৭, ৩৬৮, ৩৮৫, ৫০৬(২) ও ১০৯ ধারায় অভিযোগ আনা হয়েছে।

এদিকে, চাঁদাবাজির অভিযোগ তুলে গত ৩০ অক্টোবর বিকেলে মেহেরপুর জেলা জামায়াতের পক্ষ থেকে সংবাদ সম্মেলন করার তিন দিন পর আদালতে এ মামলা দায়েরের ঘটনায় মেহেরপুরের রাজনৈতিক অঙ্গনে নতুন করে আলোচনার জন্ম দিয়েছে।

আদালতের বিজ্ঞ বিচারক মামলাটি আমলে নিয়ে মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) ওসিকে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন।

মেহেরপুর রেজিস্ট্রি অফিসে আকস্মিক পরিদর্শনে বিএনপি নেতারা

মেহেরপুর জেলা রেজিস্ট্রার কার্যালয়ে আকস্মিক পরিদর্শন করেছেন জেলা পরিষদের প্রশাসক ও জেলা বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন এবং জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান। দলিল নিবন্ধনে অতিরিক্ত টাকা আদায়, দালালদের দৌরাত্ম্য, সেবা নিতে হয়রানি ও ঘুষ লেনদেনের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁরা এ পরিদর্শন করেন।

মঙ্গলবার (৩ নভেম্বর) দুপুর ২টার দিকে তাঁরা জেলা রেজিস্ট্রার কার্যালয়ে গিয়ে সার্বিক কার্যক্রমের খোঁজখবর নেন। এ সময় দলিল নিবন্ধনে নির্ধারিত ফির বাইরে অতিরিক্ত টাকা না নেওয়া, সেবা নিতে আসা সাধারণ মানুষকে হয়রানি না করা এবং কোনো কর্মকর্তা-কর্মচারী যেন উৎকোচ গ্রহণ না করেন, সে বিষয়ে সতর্ক করেন তাঁরা।

পরিদর্শন শেষে জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান বলেন, ‘রেজিস্ট্রি অফিস নিয়ে সব সময় একটি বদনাম থাকে যে, দলিলপ্রতি রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ বা অন্য কেউ অতিরিক্ত টাকা গ্রহণ করেন। এমনকি সাব-রেজিস্ট্রারের বিরুদ্ধেও অতিরিক্ত টাকা নেওয়ার অভিযোগ থাকে। তবে আমরা খোঁজ নিয়ে দেখেছি, মেহেরপুর রেজিস্ট্রি অফিসে এ ধরনের কোনো ঘটনা ঘটে না। তারপরও সবাইকে সতর্ক করতে আজকে এখানে এসেছি।’

তিনি আরও বলেন, ‘দলিল নিবন্ধনের ক্ষেত্রে যেন কোনো অতিরিক্ত টাকা নেওয়া না হয়, যারা দলিলের কাজ করতে আসবেন তাঁদের যেন কেউ হয়রানি না করেন এবং অফিসাররাও যেন কোনো ধরনের উৎকোচ গ্রহণ না করেন এসব বিষয়ে সতর্ক করতেই আমাদের এই পরিদর্শন।’

এ সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা রেজিস্ট্রার সালাহউদ্দিন আহম্মেদ, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ওমর ফারুক লিটন, পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট এহান উদ্দিন মনা, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক আজমল হোসেন মিন্টু এবং ২ নম্বর ওয়ার্ডের সাধারণ সম্পাদক আসাদুলসহ অন্যরা।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

সাধারণ সম্পাদক মো. কাওছার আলী স্বাক্ষরিত এক প্রতিবাদলিপিতে এ প্রতিক্রিয়া জানানো হয়।

লিপিতে বলা হয়, যুবদলের নাম ও পরিচয় ব্যবহার করে কেউ চাঁদাবাজি, দখলবাজি, সন্ত্রাস কিংবা সাধারণ মানুষকে হয়রানি করলে তার বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ও আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানানো হচ্ছে। অপরাধীর কোনো দলীয় পরিচয় থাকতে পারে না। অভিযোগের সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে প্রকৃত অপরাধীর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

এতে আরও বলা হয়, কোনো ব্যক্তির কর্মকাণ্ডের দায় প্রমাণ ছাড়া একটি বৃহৎ রাজনৈতিক সংগঠনের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার অপচেষ্টা গ্রহণযোগ্য নয়। যুবদলের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার উদ্দেশ্যে ভিত্তিহীন ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বক্তব্য দেওয়া থেকেও সংশ্লিষ্টদের বিরত থাকার আহ্বান জানানো হয়েছে।

প্রতিবাদলিপিতে জেলা যুবদল আরও দাবি করে, সংগঠনটি কোনো সন্ত্রাসী বা চাঁদাবাজকে প্রশ্রয় দেয় না। যুবদল সব সময় সাধারণ মানুষের পাশে ছিল, আছে এবং থাকবে।